প্রথম আলো

তারিখ ... 8 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাধ্যমিকেও বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত

প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করলে আগামী বছর থেকে শুরু

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিকের বইও বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের বিষয়টি অনুমোদন করে গেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। একশ্রেণীর প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিষয়টি আবারও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুমোদন পেলে আগামী বছর থেকে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাবে।

জানা যায়, বিনামূল্যে মাধ্যমিক স্তরে (দাখিল ও কারিগরিসহ) বই দিতে প্রথম বছরে মোট খরচ ধরা হয়েছে ২৮৩ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রাথমিক ও এবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বছরের শুরুতে দেশের সব বিদ্যালয়ে বই পৌঁছে যাচ্ছে; বাজারেও আসছে প্রায় সময়মতো।

কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের বই বিনামূল্যে দেওয়া হয় না। তবে এনসিটিবি প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের এর জন্য ভর্তুকিমূল্যে বই ছাপার কাগজ দেয়, পজেটিভ দেয়, দাম নির্ধারণ করে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বাজারে সময়মতো বই আসা নিয়ে অনিশ্চয়তা লেগে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীরা।

এবারও মাধ্যমিকের বই নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। গত মঙ্গলবার বাজারে ১৪টি বই আসার কথা ছিল। কিন্তু গতকাল বুধবার পর্যন্ত বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত এলাকায় বইয়ের দোকানগুলোতে নতুন বই পাওয়া যায়নি। কারণ প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের অনেকেই বই ছাপার কাজ শেষ করতে পারেনি। বিশেষ করে মোট কাজের এক-চতুর্থাংশের বেশি বই ছাপার দায়িত্ব নেওয়া একই মালিকের একাধিক প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে কাজ শেষ করতে পারেনি।

জানা যায়, মাধ্যমিকে বিনামূল্যে বই দেওয়ার বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে অনুমোদনপ্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শিক্ষাসচিব মো. যোমতাজুল ইসলাম বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুমোদন দিলেও প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেওয়া হবে এবং সেই প্রক্রিয়া শিগগির শুরু হবে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মছির উদ্দিন জানান, প্রথম বছর ২৮৩ কোটি টাকা খরচ হবে বলে ধরা হলেও এটা ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। প্রথম বছরের পর ওই খরচ নেমে আসবে ১২৫ কোটি টাকায়। কারণ দ্বিতীয় স্তরে পুরোনো বই ব্যবহার করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

মাধ্যমিকেও বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানা যায়, এ বছর মাধ্যমিক স্তরে ৭৫ কোটি টাকার বই ছাপা হচ্ছে, আরও ১০ কোটি টাকার বই ছাপা হতে পারে। এ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে ছাপা হয়েছে ১২০ কোটি টাকার বই। এবতেদায়ি স্তরে ওই খরচ ২৫ কোটি টাকা। প্রাথমিক স্তরের জন্য এ বছর বিনামূল্যের ৩৩টি বইয়ের পাঁচ কোটি ১২ লাখ ৭৪ হাজার ৫৯২ কপি ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া এবতেদায়ি স্তরের জন্য ছাপা হয়েছে ৩৪টি বইয়ের এক কোটি ৬১ লাখ ৭৩ হাজার ১২ কপি। মাধ্যমিক স্তরে মোট ৭৩টি বইয়ের দুই কোটি ২৮ লাখ কপি ছাপা হচ্ছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, প্রাথমিক ও এবতেদায়ি স্তরের মতো মাধ্যমিক স্তরে বই দেওয়া হলে ঝরে পড়ার হার কমবে, দরিদ্র শিক্ষার্থী উপকৃত হবে এবং সর্বোপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

তবে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের বলেন, সব বই বিনামূল্যে দেওয়া হলে প্রকাশকদের কী হবে? এ ধরনের উদ্যোগে অসাধু প্রকাশকেরা লাভবান হবেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, প্রকাশনা শিল্প কীভাবে টিকবে, সেটিও সরকারের চিন্তা করে দেখা উচিত।

অবশ্য বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান রাব্বানী ভব্বার বলেন, 'ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা জেনেও দেশের সিংহভাগ দরিদ্র শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে বলব, বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই দেওয়া উচিত।'

বাজারে বই নেই: এনসিটিবি তিন ধাপে বাজারে বই দেওয়ার তারিখ ঘোষণা করেছে। প্রথম দফায় ১৪টি বই আসার কথা ছিল গত মঙ্গলবার। কিন্তু প্রকাশকেরা বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ শেষ করতে পারেননি। এনসিটিবি ইতিমধ্যে দায়দায়িত্ব নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, দু-এক দিনের মধ্যে বাজারে বইয়ের সরবরাহ নিশ্চিত না হলে বিকল্প পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। তা হলো, রয়্যালটির চিন্তা বাদ দিয়ে এনসিটিবি বই প্রকাশের বিষয়টি উন্মুক্ত করে দেবে। ১৯৯৬ সালে এই প্রক্রিয়ায় বইয়ের সংকট মোকাবিলা করা হয়েছে। আরেকটি চিন্তা হচ্ছে, ব্যর্থ প্রকাশক-মুদ্রাকরদের কাছ থেকে কাজ এনে যাদের বই ছাপার কাজ শেষ হয়েছে, তাদের বরাদ্দ দেওয়া।

এনসিটিবি প্রথম দফায় বই বাজারে আসার আগেই পুনর্মুদ্রণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এমনকি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে, পুরোনো বই চলবে।

কিন্তু শিক্ষক ও অভিভাবকদের কয়েকজন জানিয়েছেন, মাধ্যমিকের অধিকাংশ বইয়ে সংশোধন হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পরিবর্তন এসেছে। এ ছাড়া 'প্রতিটি' বইয়ের শেষ সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পুরোনো বই চলবে মর্মে ঘোষণা দিয়ে এনসিটিবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছে।

প্রকাশক সমিতির সভাপতি বলেন, 'বই নিয়ে এমন সংকট হবে—এটা আগে থেকেই আমরা বলে আসছি।' এনসিটিবির সঙ্গে প্রকাশকদের এক ধরনের অবিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, এটা দূর হলে বইয়ের সংকট থাকবে না।